৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

Good Evening

Starts → 7:15 PM

নামাজের বিরতি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার-০১

টপিক: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংযোগ ও সম্পর্ক। বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্বব্যবস্থা।

Shabbir Ahmed
Second Secretary
Bangladesh High
Commission, Nairobi
(38 BCS)

International Affairs

100

→ part A → 40 (10 × 4) → (Conceptual issues)

→ part B → 45 (15 × 3) → (Empirical issue)

→ part C → 15 (15 × 1) → (problem solving)

(7 টি chapter) → chapter - 01

(আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, BD, UN,) → Analysis → ✓ ✓ ✓

15 → 9+6, 7+8, 10+5

(নীতিপত্র, policy brief, Advisory letter, Recommendation)

Know thyself

Know your opponent

PSC

part - A

7 - chapter

similar

i) Definition → ✓

ii) ব্যাখ্যা → ✓

iii) পার্থক্য / সম্পর্ক →

iv) প্রতিফলন → ✓ [illegible]

v) চিত্র →

প্রশ্নের উত্তর করব

(i) Definition / (ii) ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা

1/2 Line → ভূমিকা → title ✗ → 4 marks

বিশ্লেষণ:

- প্রশ্ন → আলোচনা → ✓
- Sample
- উদাহরণ / পরিসংখ্যান → ব্যাখ্যা
- দার্শনিক / মনীষী → উক্তি →
- উদাহরণ: → ✓
- উপসংহার: 1 Line

4-marks

1/2 page

3/4

1 page

1 1/2

1 page

2 1 1/2 / 4

নামকরণ

i) মুখ্য

ii) key point / bottom line

theme

iii) 1st → … Last

নিয়ম প্রতিনিধি

Direct speech , " — — — — "

অনুযায়ী (যে) " Indirect speech ")

✓ ch-1 → ✓✓

✓ ch-2 → ✓✓

✓ ch-3 → power ✓✓

✓ ch-4 → ক্ষমতা ✓✓

ch-5

✓ ch-6

✓ ch-7

সাধারণ নাম

↓

সর্বনাম

বিশেষ

↓

iii
4-mark
7/8 point
4
5-6 point
i)
ii)
vi)
i)
ii)
vi)
i)
ii)
iii)

প্রশ্ন

ভূমিকার পর

connecting word

প্রথমত, --

অতঃপর, --

দ্বিতীয়ত, --

তৃতীয়ত, --

iv

OIC ——→

সূত্র : 0 ফ্যু

প্রতিষ্ঠাতা :

সেক্রেটারি :

মোট সদস্য / মোট সদস্য :

অঙ্গ :

✓ i)
✓ ii)
✓ iii)

v বিবিধ :

টীকা : এক ন্যাম

পুরস্কার :

i)

ii)

iii)

বিষয়বস্তু :

অর্জন :

i)
ii)
iii)

10 → question

→ 7/8 common

40 BCS → BRI

2 page +

Part - A

1-10

10)

5)

part B

1/2 uncommon

→ X

0

4

1

4

Reference book:

i) guide book (নোট/সহায়ক)

ii) সাম্প্রতিক / affairs / [illegible]

topics

International relation

i) দেশ/জাতি/রাষ্ট্র → সরকার

সংগঠন
প্রতিষ্ঠান
ব্যক্তিবর্গ
সংস্থা
নীতি

1945

মার্শাল প্ল্যান

International politics

part of international relation

i) অর্থনৈতিক আধিপত্য
ii) সামরিক
iii) প্রতিরক্ষা ব্যয়
iv) প্রতিযোগিতা → ক্ষমতা দখল

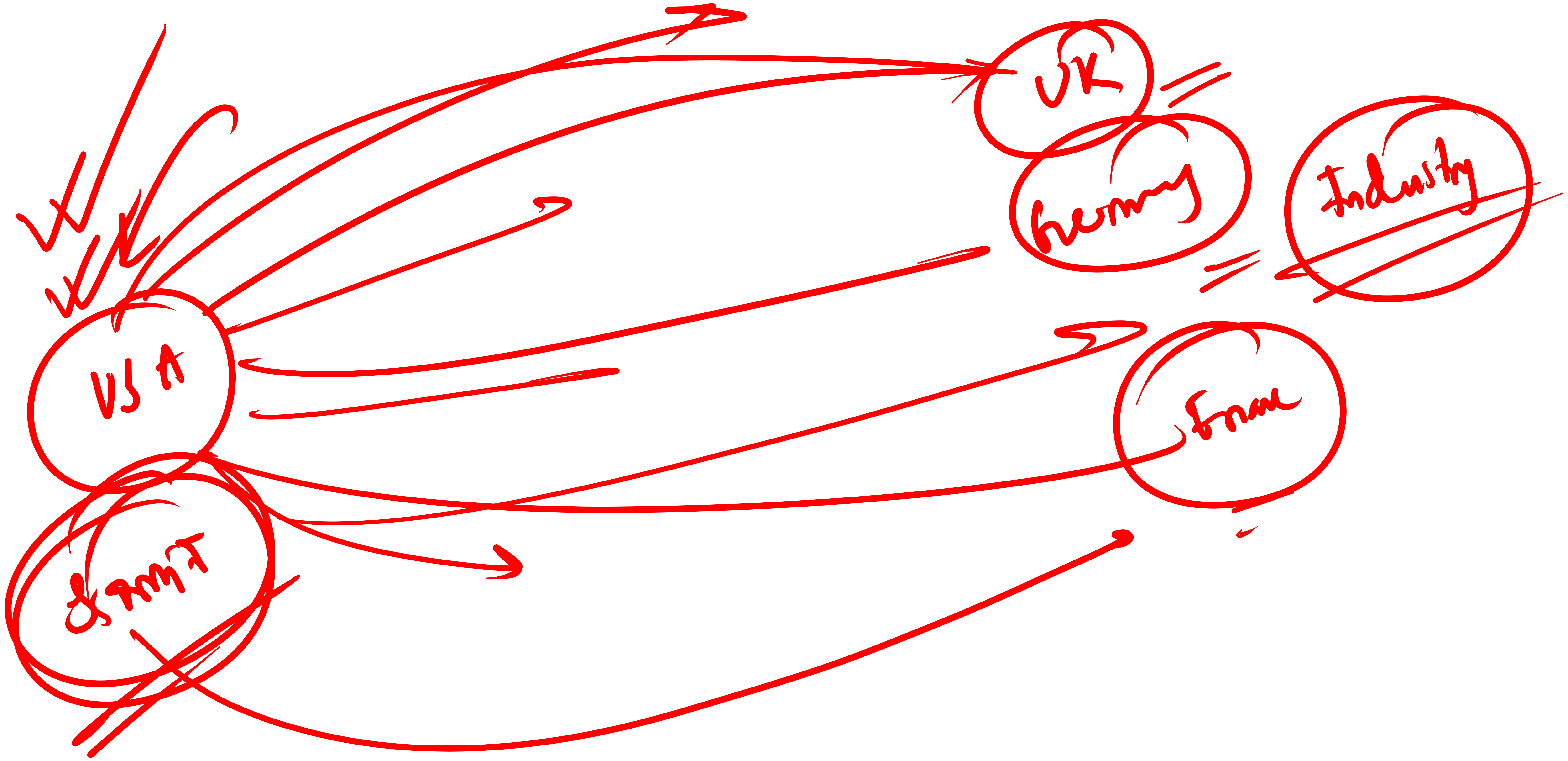
USA
UK
Industry

Conflict Theory — দ্বন্দ্ব তত্ত্ব;

কার্ল মার্ক্স;

State/ country

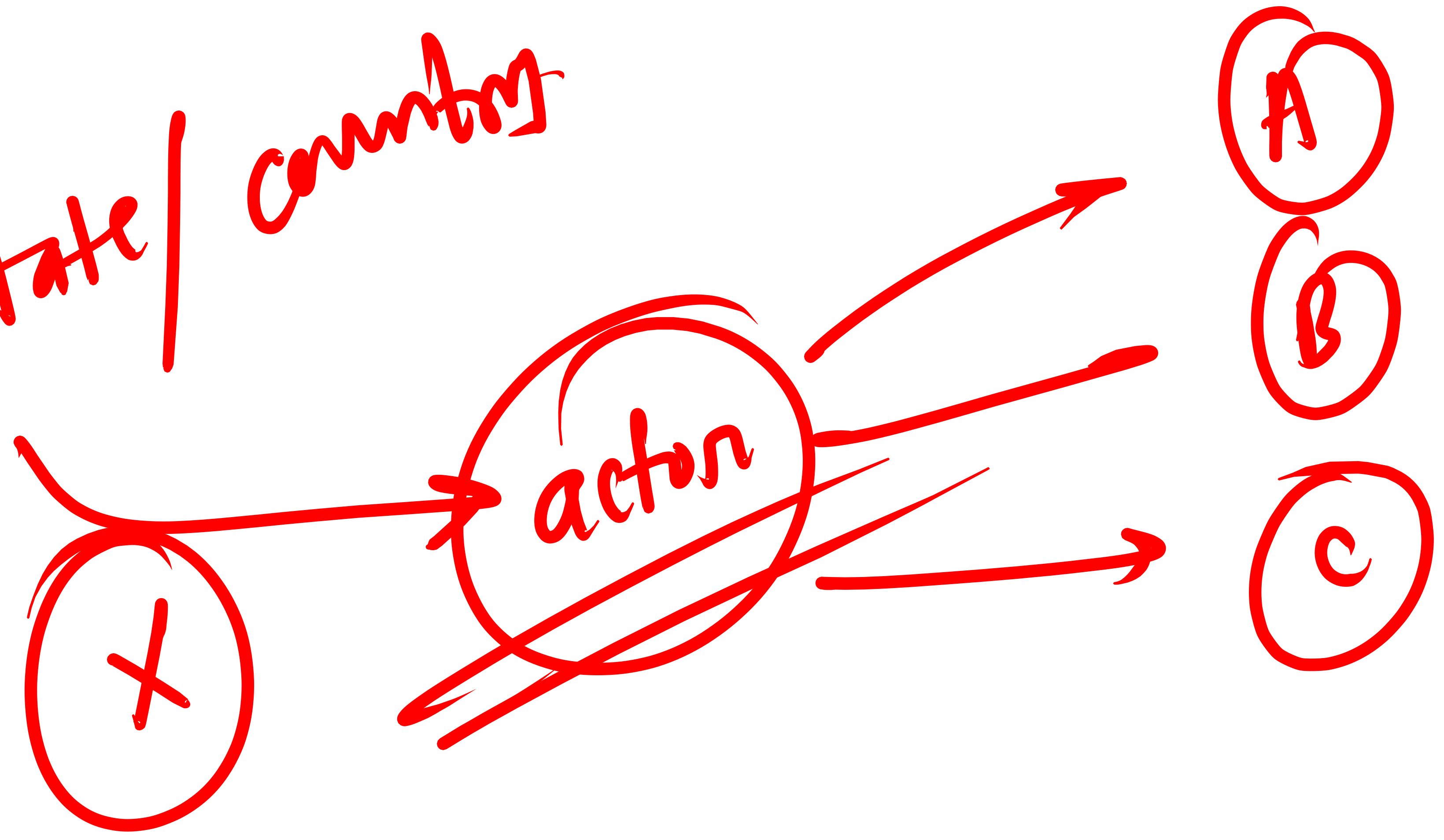

তত্ত্ব: বাস্তববাদ (Realism)

EUROPE

1785 → 1790

WW1
WW2

1914

1917

1600

Naval power

Geneva

Spain
Portugal
France
UK
Netherlands

Colonialism

1618 → 30 years

Thirty years war

1200 →

1215 → ম্যাগনাকার্টা

1648 → Treaty of Westphelia

বাস্তববাদ ;

State

i) competition
ii) national interest
iii) self interest

Conflict

সমাপ্তি

Conflict এর ;

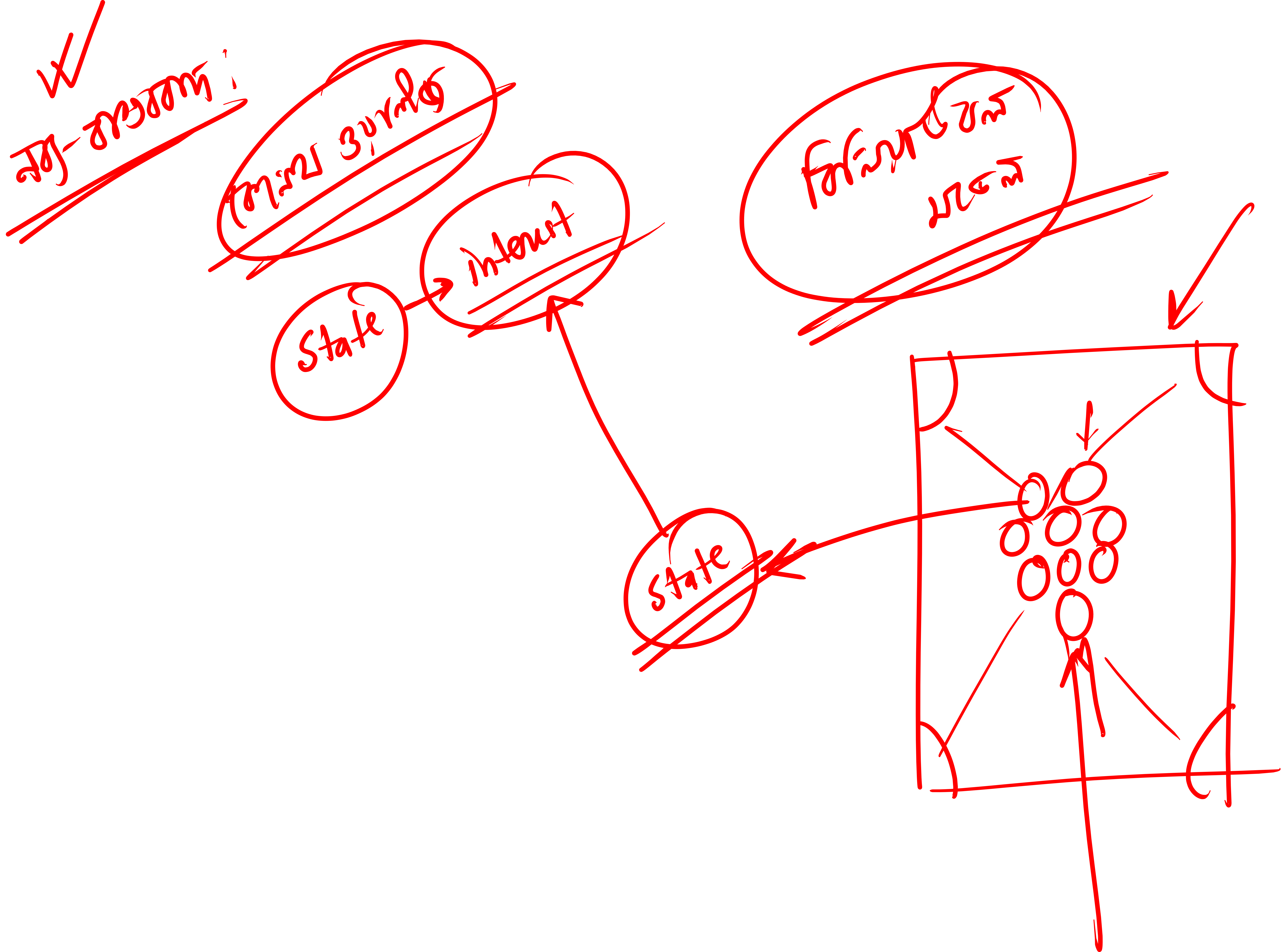
State
Interest
State

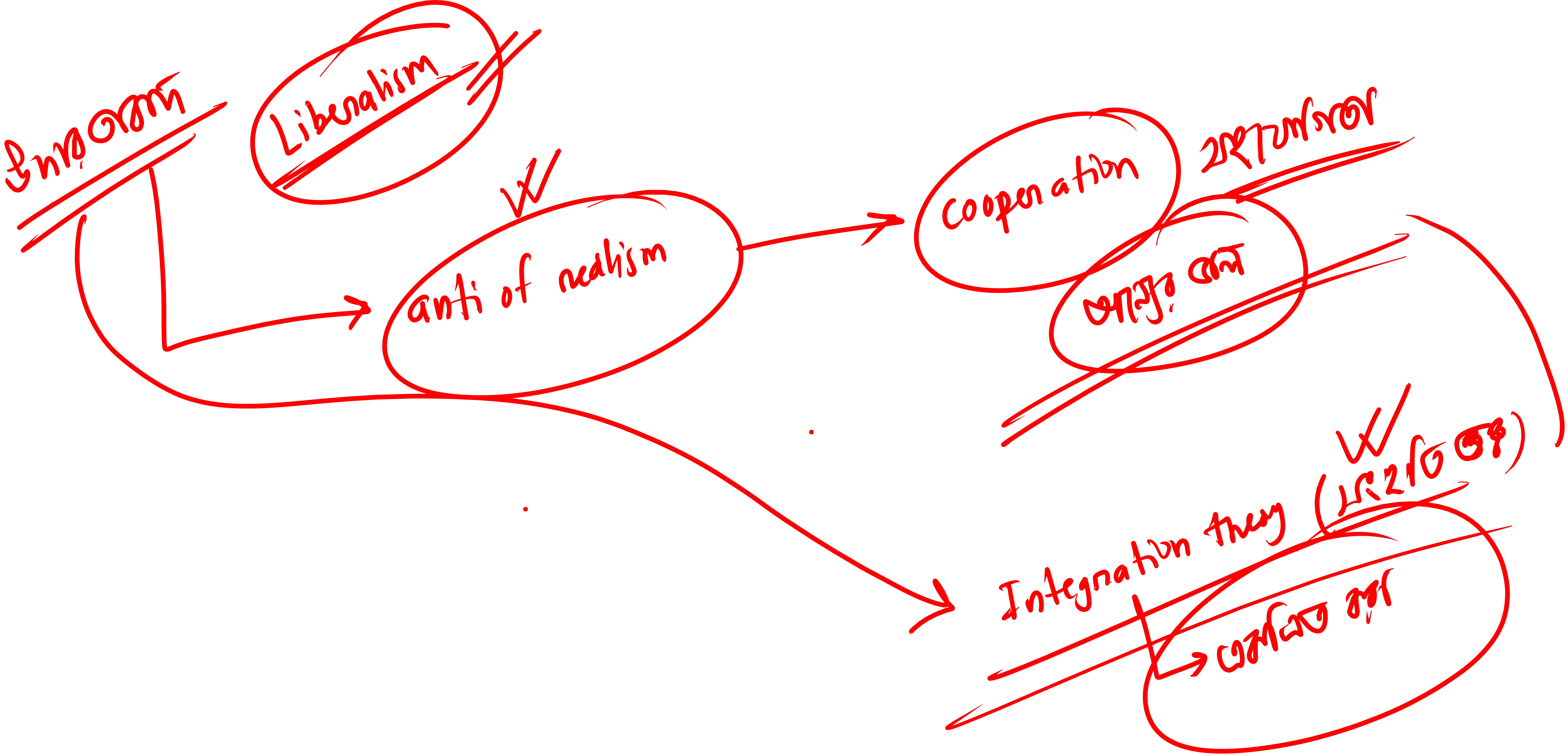
উদারতাবাদ
Liberalism
anti of realism
cooperation
সহযোগিতা
Integration theory

নয় উদারতাবাদ :

→ Cooperation (সহযোগিতা) → (নিরঙ্কুশ স্বার্থ)

constructive realism (প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তববাদ) → state-interest

→ সহযোগিতা

নয়া কার্যকারিতাবাদ / Neo-Functionalism

David Mitrany

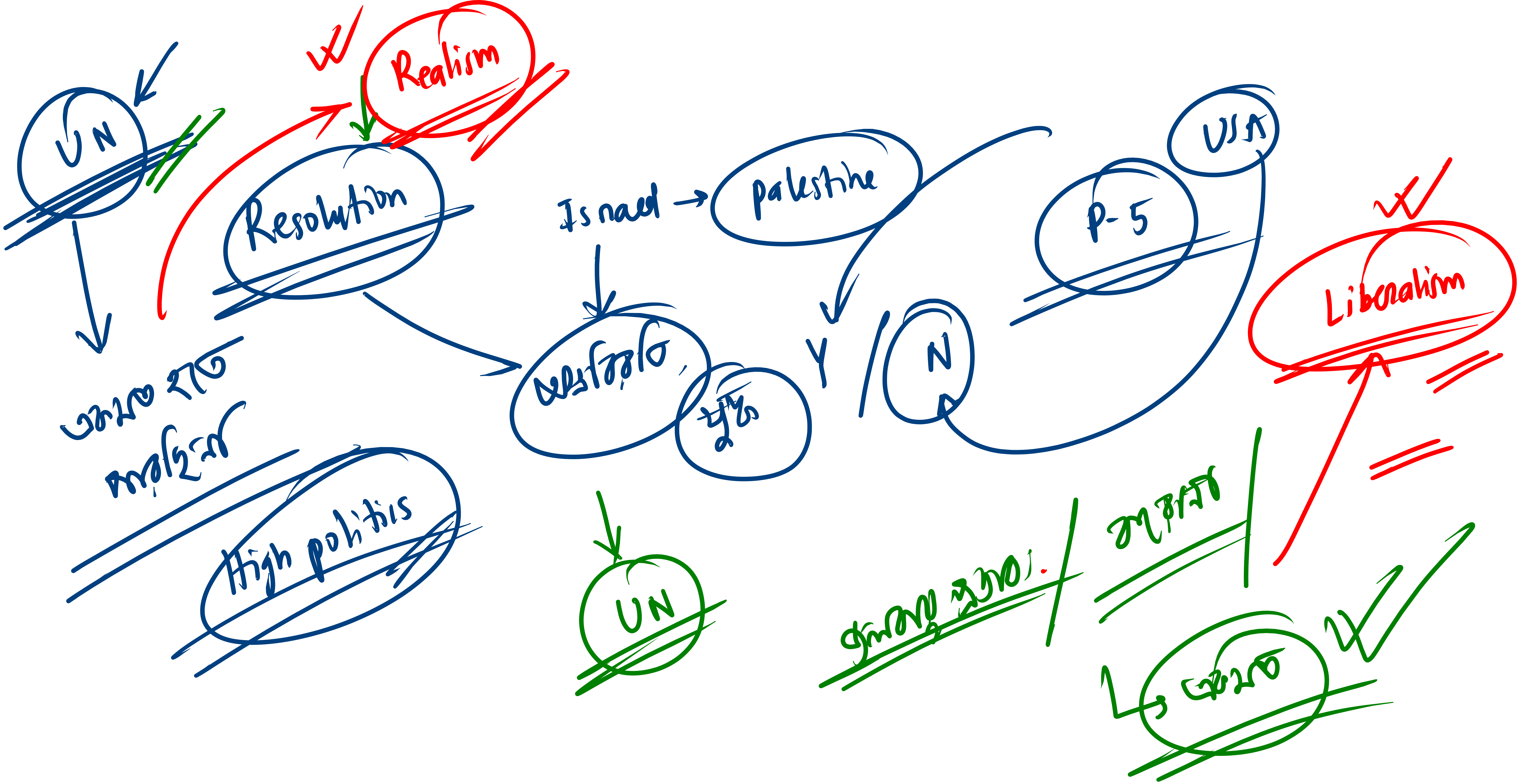
UN
Realism
Resolution
Israel
Palestine
Y
N
P-5
USA
Liberalism
High politics
UN

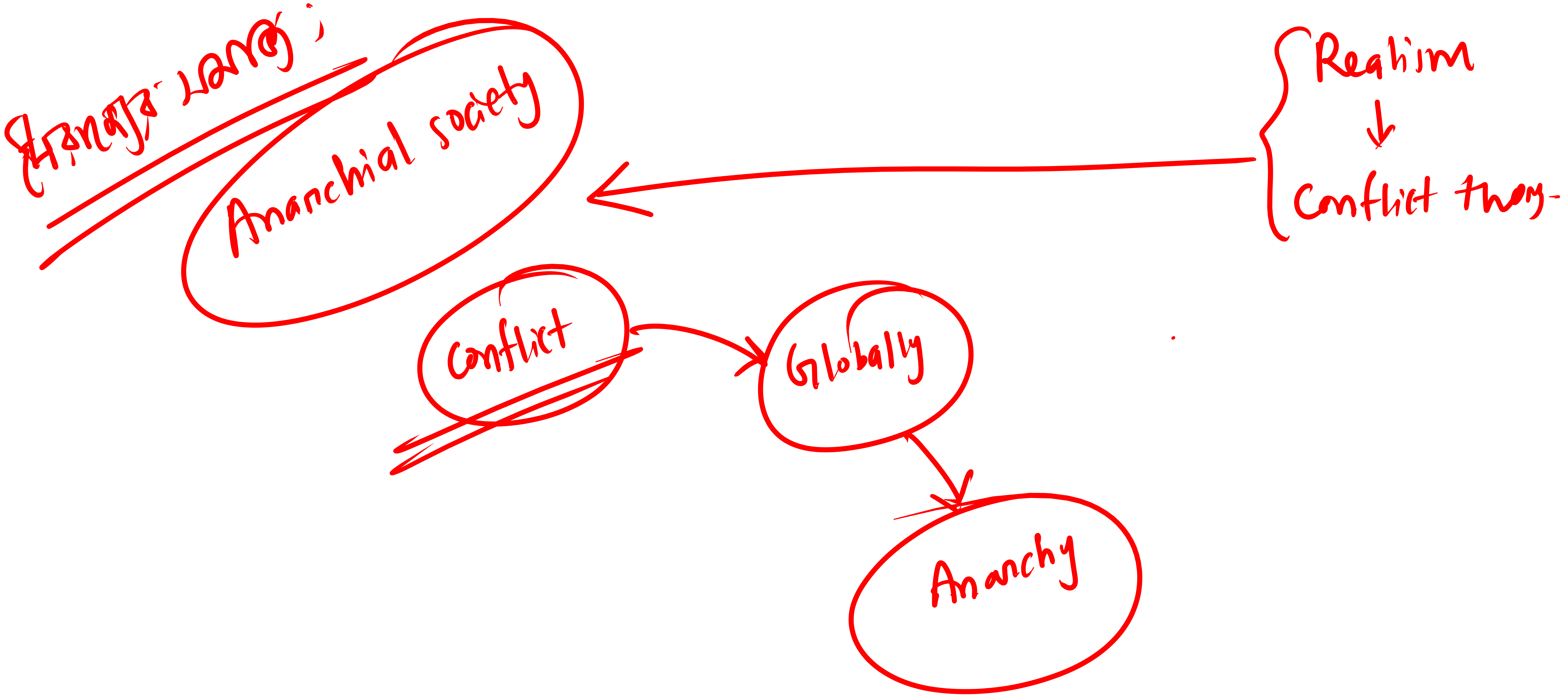

হেডলি বুল;
Anarchial society
Realism
Conflict theory
Conflict
Globally
Anarchy

Game Theory:
Win
Loss
Draw/Tie
+
-
Carbon Trade
Rich
300
400 Billion USD
USA, China,
Russia, France
Industry
100 Billion USD
Victim
BD, Maldives
5b
10b
i) War → Iran-Israel
Israel-Palestine
ii) Vaccine →
BD
USA
iii) Climate

Balance Theory

War, conflict

+ − = 0

i) Zero sum game theory

++ − − − = 0

Win-Win situation

ii) Non-zero sum game theory :

++ +

Climate

300 billion

10/5

Model

i) Chicken Model

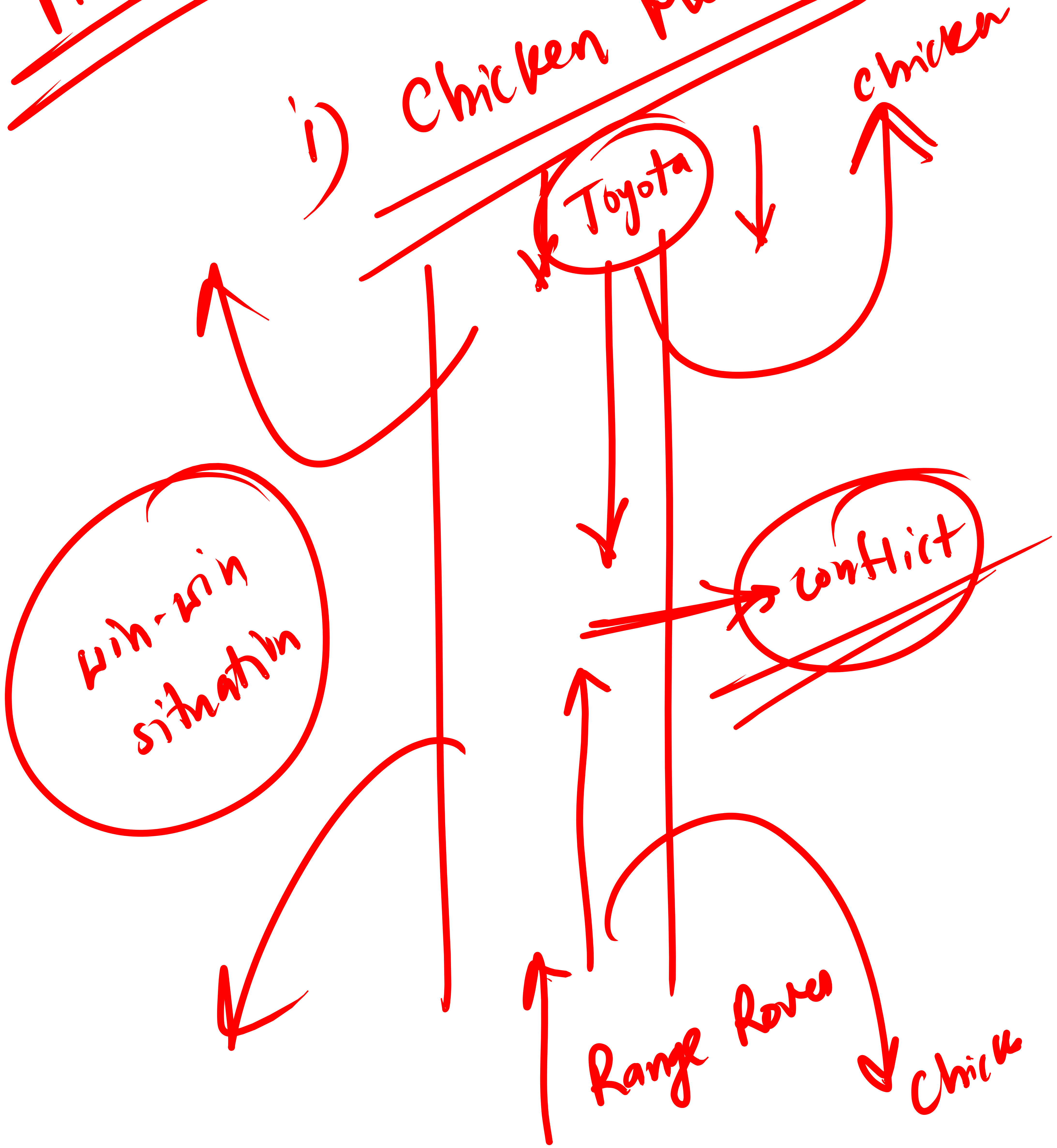

ii) Prisoner's Dillemma model

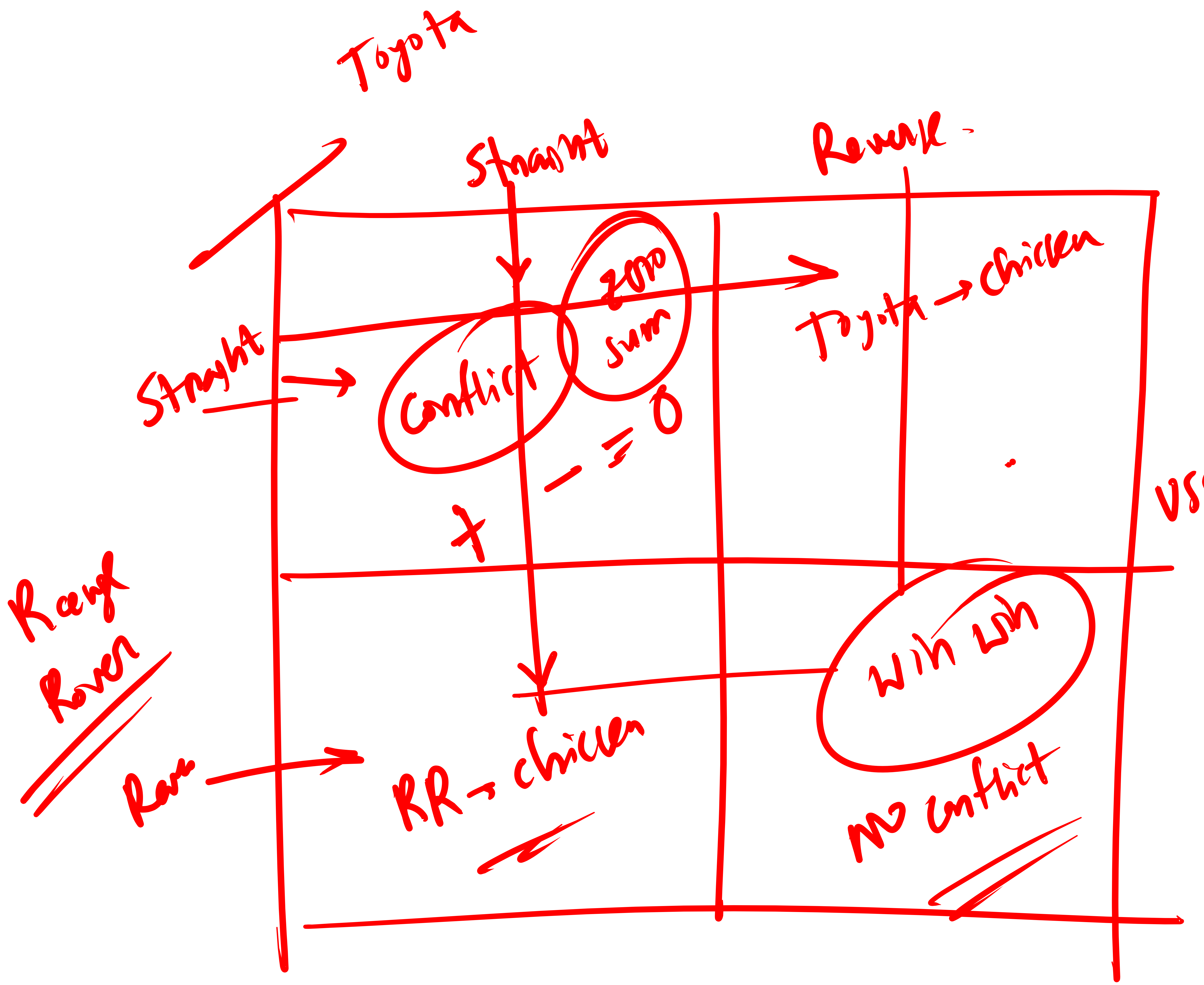

Example

1962 → Cuban missile crisis

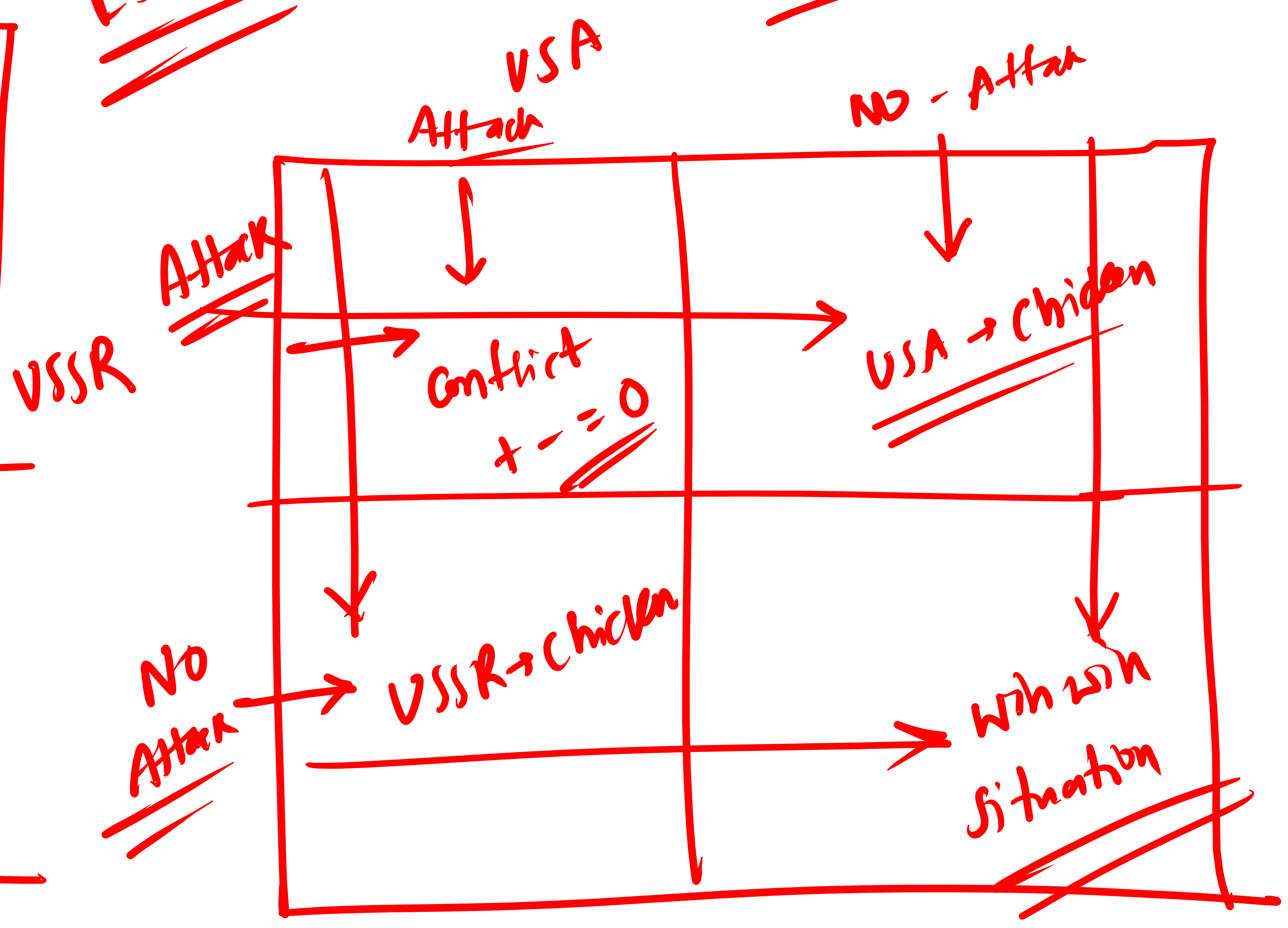

Prisoner's Dilemma

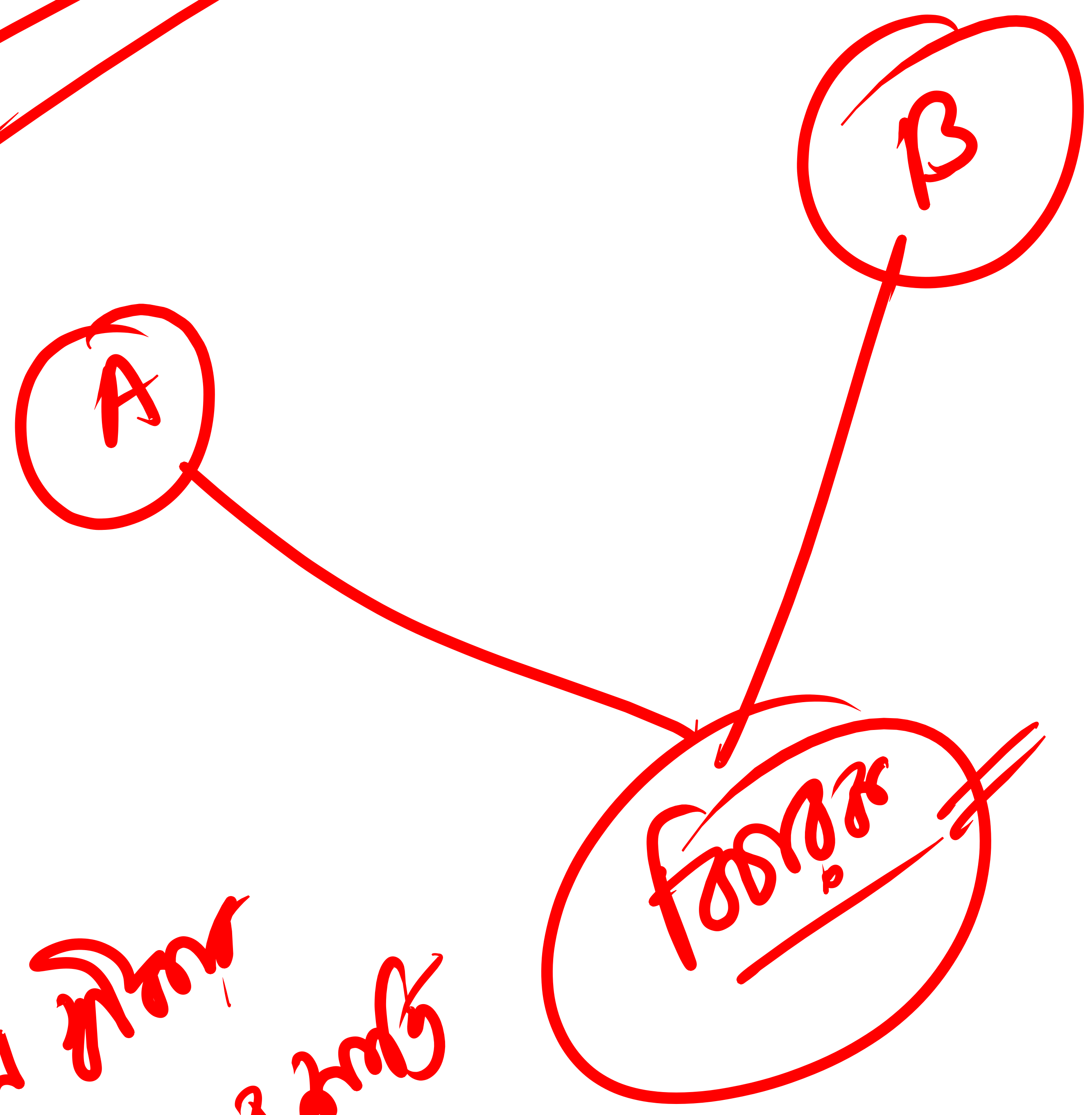

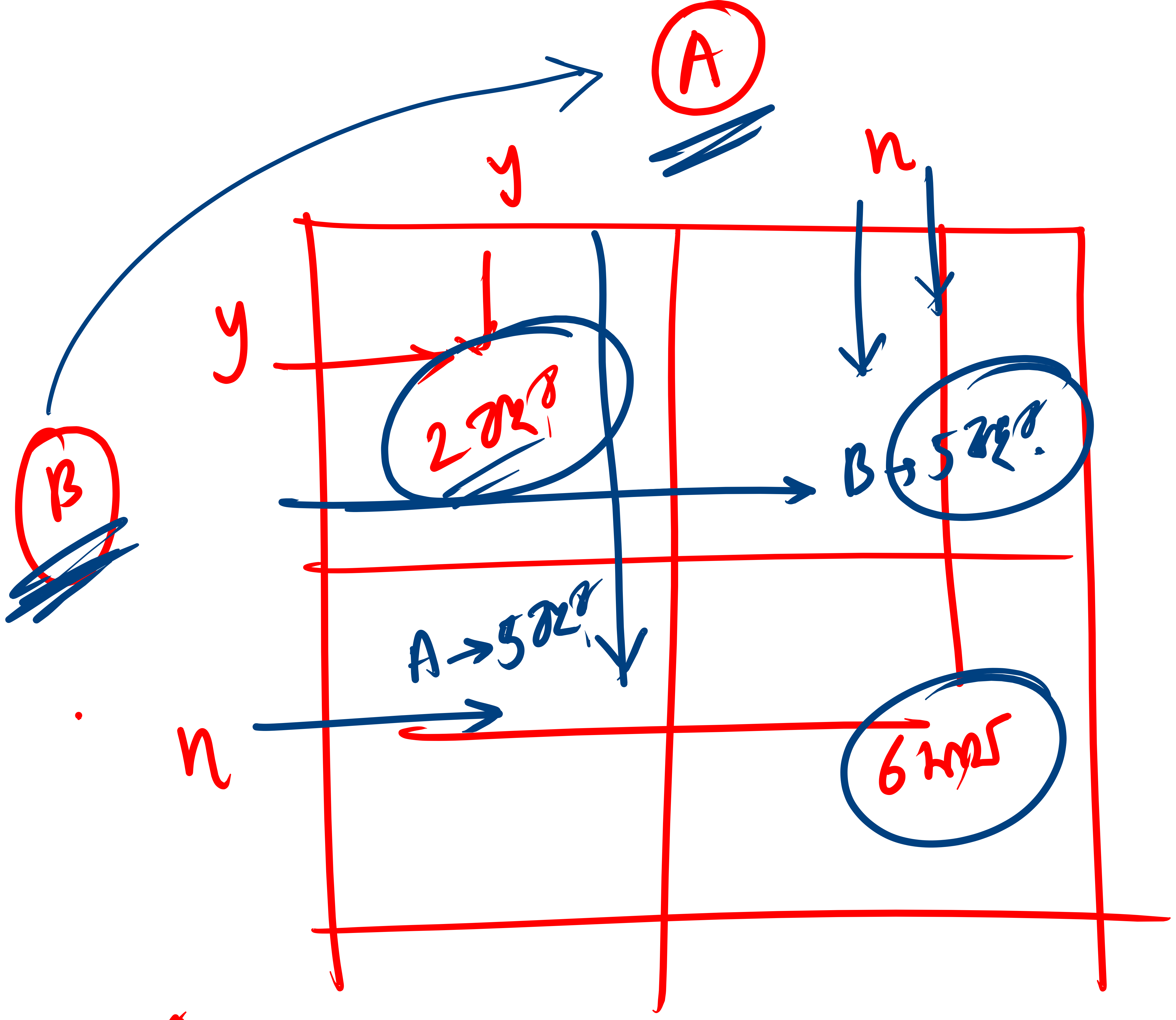

i) 2 জন স্বীকার
→ 2 বছর জেল

ii) 2 জন অস্বীকার
→ 6 মাস/1 বছর

iii) A → স্বীকার
└→ 5 বছর
B → অস্বীকার
↓
মুক্তি পাবে

iv) B → স্বীকার
└→ 5 বছর
A → অস্বীকার
↓
মুক্তি

Example:

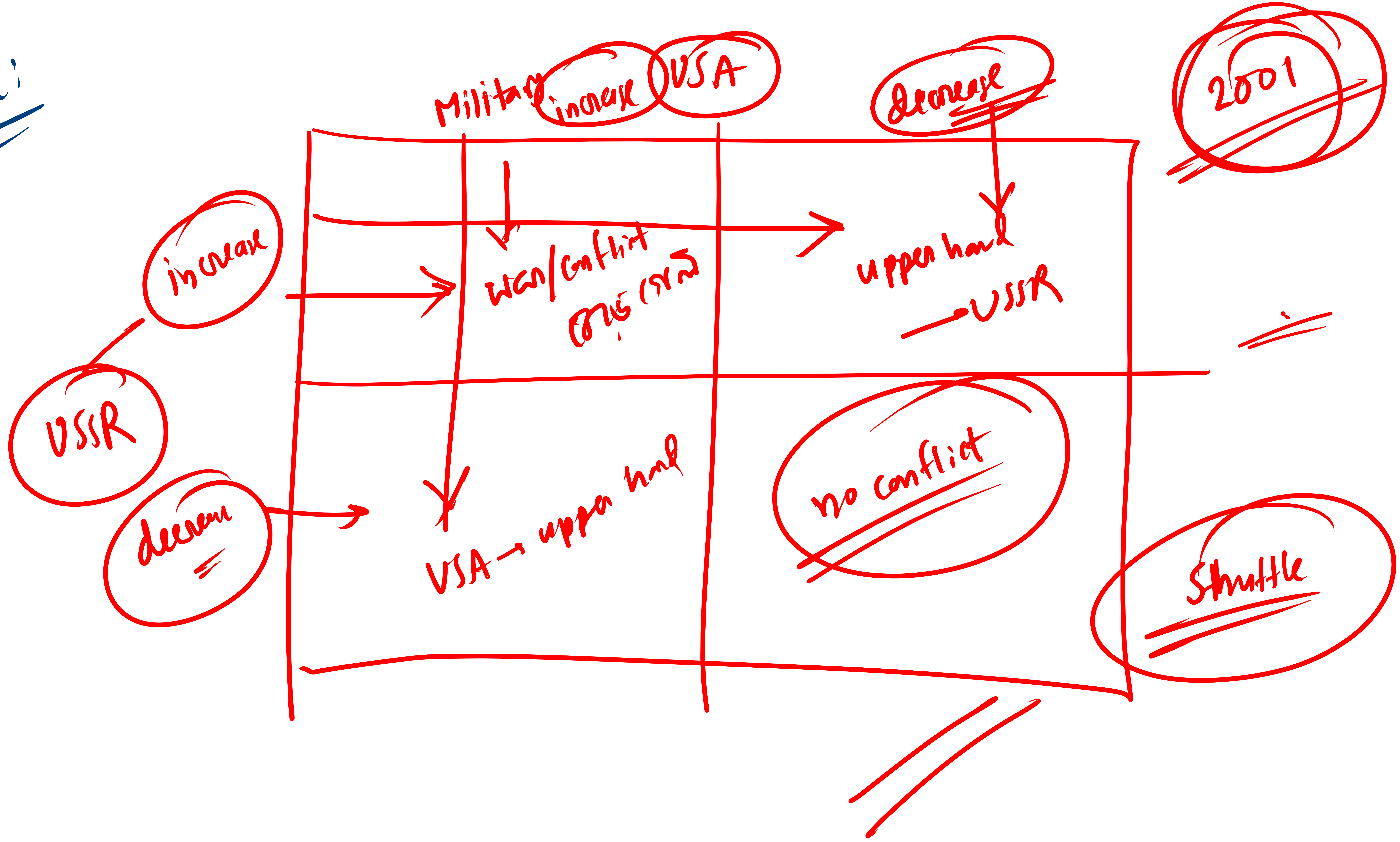
Military
increase
USA
decrease
2001
increase
USSR
decrease
war/conflict
upper hand
→ USSR
USA → upper hand
no conflict
Shuttle

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্র বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত সম্পর্ক এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে।

অ্যাডি এইচ. ডক্টর (Adi H. Doctor) এর মতে – "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত রাষ্ট্রগুলোর ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।"

অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy Wright) এর মতে – "বিশ্বের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দলের আচরণের অধ্যয়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাভুক্ত।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন স্ট্যানলি হফম্যান। তাঁর মতে, 'যে সকল উপাদান এবং কার্যকলাপ বর্তমান বিশ্বের মৌলিক সত্তাগুলোর (স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ) পররাষ্ট্রনীতি ও শক্তিকে প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সেগুলোর অধ্যয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।'

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত ও পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করাই হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এক রাষ্ট্রের আচরণের সাথে অন্য আরেক রাষ্ট্রের আচরণে কখনো সাদৃশ্য আবার কখনো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আর এসকল রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যকলাপের সমষ্টিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং ঐ সকল রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টির কর্মকাণ্ডই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়।

- **বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর ‘Politics Among Nations’ গ্রন্থে বলেছেন,** 'International politics like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim' অর্থাৎ “আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো সকল রাজনীতির মতো ক্ষমতার লড়াই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই-ই হোক না কেন ক্ষমতা অর্জন হচ্ছে এর আশু এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য।”

- **অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড এবং লিংকন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,** "The contacts and associations among the governments of the different states of the world from the basis and the substance of international relations and world politics" অর্থাৎ "বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনজনিত সম্পর্কই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। এসকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি।"
- **পামার ও পারকিন্স এর মতে,** "আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করে।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত ক্ষমতার রাজনীতি যেখানে জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তুকে কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনশীল ও জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে।

➢ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি

আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে। যথা:

- বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ক্ষমতার ব্যবহার।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তার পদ্ধতি।
- রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার পদ্ধতি ও সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার।
- আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবহার।
- আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোর ভূমিকা।
- যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রতিরোধে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবহার ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

➢ আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্য বিষয়ের উপর হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দেন। তার বর্ণনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিভুক্ত বিষয়সমূহ হলো:

▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ;	▪ আন্তর্জাতিক আইন;
▪ ক্ষমতার লড়াই;	▪ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব;
▪ সাম্রাজ্যবাদ;	▪ আন্তর্জাতিক সংগঠন (লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ);
▪ কূটনীতি;	▪ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও শান্তি;
▪ রাজনৈতিক মতাদর্শ;	▪ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন;
▪ শক্তির ভারসাম্য, কাঠামো ও পদ্ধতি;	▪ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি; এবং
▪ আন্তর্জাতিক নৈতিকতা;	▪ নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তা।
▪ বিশ্ব জনমত;	

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সারা বিশ্বের সামগ্রিক নীতি ও আদর্শের সকল দিককে তার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। আর তা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শকে আন্তর্জাতিক রূপদান করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও তার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে। তাই আজকের বিশ্বের কোনো দেশই আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতে পারে না। অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ন্যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও জনসাধারণ এবং জনমতের প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলছে। ফলে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অতি সহজেই বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ কারণেই সামসময়িক বিশ্ব রাজনীতি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে সমন্বয় সাধন করে অগ্রসর ও বিস্তৃত হচ্ছে।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

➢ **আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক**

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি জটিল রূপ। এটি কিছু নির্দিষ্ট ও কিছু পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো –

- ✓ **ভৌগোলিক অবস্থান :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, সমুদ্র বেষ্টিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই। এছাড়া একটি দেশের আয়তন, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- ✓ **প্রাকৃতিক সম্পদ:** প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

- **শিল্প:** শিল্প শক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করা ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো দেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় ইংল্যান্ড বিশ্ব রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিল তাদের শিল্প বিপ্লবের পরেই। আফ্রিকা মহাদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না কারণ তারা তাদের সেই সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে না।
- **সামরিক শক্তি:** বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতির হর্তাকর্তা। আধুনিক যুগে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকে শক্তিশালী না হলে নিজেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সামরিক অস্ত্রের দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সর্বদা সমীহ করে থাকে। যেমন- ভৌগোলিকভাবে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল তাদের সামরিক শক্তির প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- **নেতৃত্ব ও যোগ্যতা:** যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করে, যথার্থ দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেকে সুসমন্বিত করে তোলা সম্ভব নয়। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বিকাশ, মানবিক সম্পদ, সামরিক দক্ষতা প্রভৃতি জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহকে কখন এবং কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপর।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

- ✓ **কূটনৈতিক সক্ষমতা:** কূটনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র বিশ্বের যেকোনো পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। কাতার তার কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমেরিকা ও আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চীন চির বৈরী ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার তৎপরতা চালাচ্ছে তার কূটনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার অন্যতম হাতিয়ার হলো কূটনৈতিক শক্তি।
- ✓ **সংস্কৃতি:** যে দেশের সংস্কৃতির বিকাশ যত বিস্তৃত জনমত ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সে দেশের তত বেশি। সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
- ✓ **তথ্য প্রযুক্তি:** বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র চূড়ান্তভাবে তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে তার মূল বক্তব্য হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনীতি ও শিল্পের বিকাশ। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রকের প্রধান ভূমিকায় অগ্রসর হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সব উপাদানের গুরুত্ব একই রকম না হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি উপাদান আরেকটির সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত দুটো বিষয়। উভয় একই একাডেমিক বিষয়ের কাছাকাছি বিশ্ব ব্যবস্থার দুটি দিক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সহযোগিতা ও সংঘর্ষ উভয় নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তি উভয়ই বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতা ও সংঘাতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে থাকেন।

➢ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। বৈশ্বিক সংঘাত নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তারা উভয়ই একসাথে কাজ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

বৈশ্বিক সংঘাত নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি একসাথে কাজ করে থাকে। উভয়ের উদ্দেশ্য থাকে বৈশ্বিক শান্তি স্থাপন করা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়ই পারমাণবিক ও বিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তারা একসাথে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বর্ণবৈষম্য নিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একসাথে কাজ করে থাকে।

বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি একসাথে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং সমন্বিত পদক্ষেপ পরিচালনা করে থাকে।

➢ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পার্থক্য

আপাতদৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রায় একই রকম মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক ও সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধিক মাত্রায় অরাজনৈতিক। এটা আন্তর্জাতিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত দিক নিয়েই প্রধানত আলোচনা করে।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল কাজ।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্র এবং পরিধি ব্যাপক। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বের সব মানুষ, গোষ্ঠী, সংস্থা, সংগঠন ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত অংশবিশেষ। তুলনামূলকভাবে এর পরিধি ও আলোচনার ক্ষেত্রও অনেক কম।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামো অনেক বিস্তৃত। এটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক সংস্থা প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম অনেক। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পথ নির্দেশ করে/নির্দেশনা দিয়ে বিশ্বকে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যম অপেক্ষাকৃত কম। এর উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিকভাবে সুনাম অর্জন করে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উদ্বেগ, অশান্তি ও উত্তেজনার পথ পরিহার করে সর্বদা একটি শান্তির পরিবেশ কামনা করে। অনেক ক্ষেত্রে এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বরাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য কখনো কখনো আদর্শ বা নীতিকে পরিত্যাগ করে। অনেক ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৈশ্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সর্বদা নিজ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে সে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না।
▪ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধারণভাবে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত।	▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষমতা ও সংঘাতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

এসব মতামত বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্গত একটি বিষয়মাত্র। আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য সকল প্রকার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো- বাস্তববাদ, গঠনমূলক বাস্তববাদ, উদারতাবাদ, গঠনবাদ, বহুত্ববাদ ও বিশ্ববাদ।

❑ বাস্তববাদ (Realism)

বাস্তববাদ হলো এমন এক মতবাদ যেখানে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণকে ন্যায্য মনে করা হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো ধরনের নীতি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষণমূলক বাস্তববাদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

হ্যানস জে মরগেনথাউ হলেন আধুনিক বাস্তববাদের মুখ্য প্রবক্তা। অধ্যাপক মরগেনথাউ তাঁর রচিত 'Politics Among Nations' গ্রন্থে এই মতবাদের বিষয়বস্তু এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘International politics, like all politics is a struggle for power’ (আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতি)। তবে পূর্বের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ থেকে বাস্তববাদ বিষয়ে আরও ধারণা পাওয়া যায়। যেমন –

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

Thucydides তাঁর The History of Peloponnesian War গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "The strong do what they wish while the week suffer what they must."

Niccolo Machiavelli তাঁর *The Prince* বইয়ে লিখেছেন, "রাষ্ট্রের স্বার্থ ব্যক্তি মূল্যবোধের উর্ধ্বে। রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় আরেক রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানোও অন্যায় নয়।"

কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' উপদেশ দিয়েছেন, কোনো রাজা যদি প্রতিবেশী রাজ্য দ্বারা ভীতির শিকার হন তবে কোনো উৎসব, বিবাহ অথবা হাতি শিকারে যোগদানের ছলে তাঁর নিজ এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে বন্দি করবেন, এমনকি তাকে হত্যাও করতে পারেন।

বাস্তববাদী বিশ্বাসের মর্মমূলে আছে Anarchical Society বা বিশৃঙ্খল সমাজের ভাবনা। বাস্তববাদে আমরা মনে করি মানুষ মানেই খারাপ, আক্রমণাত্মক, যুদ্ধাপরায়ন ইত্যাদি।

❑ বাস্তববাদের বিশ্বাস

বাস্তববাদ চারটি প্রধান অনুমিতির (Assumptions) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যথা-

১. রাষ্ট্র প্রধান কর্মক: প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সার্বভৌমত্ব। এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ও সামর্থ্য ধারণ করে বিধায় রাষ্ট্র হলো বাস্তববাদী বিশ্বব্যবস্থায় প্রধান কর্মক। এর মধ্যে জাতিরাষ্ট্র বা Nation State হলো বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রব্যবস্থা, কারণ জাতিরাষ্ট্র জাতীয়তাবোধের অধিকারে তার নাগরিকের কাছে ত্যাগ ও আত্মদান আদায় করতে সক্ষম।

২. রাষ্ট্র ঐকিক কর্মক: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি রাষ্ট্র একটি ব্যক্তিবিশেষের মতো আচরণ করে। রাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর পক্ষে একক কণ্ঠস্বরের কথা বলে। তাই রাষ্ট্র একটি ঐকিক কর্মক।

৩. রাষ্ট্র যৌক্তিক কর্মক: রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সাথে জাতীয় স্বার্থ জড়িত থাকে। এই স্বার্থসমূহের প্রভাবে রাষ্ট্রের আচরণে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র একটি যৌক্তিক কর্মক।

৪. জাতীয় নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়: আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে জাতীয় নিরাপত্তার অবস্থান। এই নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে অন্যান্য জাতীয় স্বার্থ দমিয়ে রাখা যৌক্তিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে অনেকে তাই নিম্ন রাজনীতি (Low Politics) বলে অভিহিত করেন।

❑ গঠনমূলক বাস্তববাদ (Structural Realism)

গঠনমূলক বাস্তববাদীরা মনে করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অস্থিতিশীল হওয়ার জন্য মানুষের আচরণ নয় বরং আন্তর্জাতিক কাঠামো বা সিস্টেমই দায়ী। গঠনমূলক বাস্তববাদীদের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে পুতিনের ব্যক্তিগত মতাদর্শ বা পুতিনের নিজস্ব বিশ্ব ভাবনার জন্য নয় বরং আন্তর্জাতিক কাঠামো এরকমই যেখানে একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালাবে, একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড দখল করে নিবে ইত্যাদি।

❑ নৈরাজ্যের সমাজ (Anarchical Society)

নৈরাজ্যবাদ একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এই দর্শনানুসারে রাষ্ট্র মানুষ ও সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোনো সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক নেই। প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলায় থাকে। আদি মানব সমাজ সম্পর্কে Thomas Hobbes এর মতবাদের মতো-

The condition of man is a condition of war of everyone against everyone. -Thomas Hobbes, Leviathan.

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদেশ প্রদান ও শাস্তি বিধানের সার্বভৌম ক্ষমতা কারো হাতেই নেই। বাস্তববাদ এই বিষয়টিকে মেনে নিয়েই দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে। বাস্তববাদীরা বলতে চায় যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় ও ক্ষমতার চর্চায় আবদ্ধ হয়।

❑ উদারতাবাদ (Liberalism)

রেনেসাঁ পরবর্তী Age of Enlightenment দর্শনের সৃষ্টি উদারতাবাদ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দিনশেষে একটি মানবিক কর্মকাণ্ড ও মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও সংঘাতের সর্বজনীন সীমারেখার বাইরে এর অবস্থান হতে পারে না। উদারতাবাদের অগ্রপথিক হলেন জেমস মির, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ।

উদারতাবাদের সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দিতে পারেননি। সাধারণভাবে উদারতাবাদ এমন এক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদারতাবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনেই সীমিত নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। **অধ্যাপক হ্যালোয়েলের মতে,**

"উদারতাবাদ শুধুমাত্র একটি চিন্তাধারা নয়, এটি একটি জীবনদর্শনও বটে।"

অনেকে একে অবাধ পুঁজি ও ধনতান্ত্রিক বিকাশের মতাদর্শিক আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করেন।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

➢ উদারতাবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য

উদারতাবাদ	বাস্তববাদ
■ সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট এক ধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন হলো উদারতাবাদ।	■ বাস্তববাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তা ও শাসক শ্রেণি তাই করেন যাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ হাসিল হয়।
■ উদারতাবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে কিন্তু একই সাথে ক্ষমতা যাতে অপব্যবহার না হয় সেটিও প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকবে জনগণের হাতে।	■ বাস্তববাদে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা এবং সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে জনগণ মুখ্য নয়।
■ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যে স্বাধীনতা থাকে।	■ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। রাষ্ট্র তার স্বার্থের কারণে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
■ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে ও ব্যক্তির উন্নতি সাধন করে।	■ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করে ও রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করে।
■ উদারতাবাদ মেনে চলে এমন কিছু দেশ হলো – ভুটান, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি।	■ বাস্তববাদে বিশ্বাসী এমন কিছু দেশ হলো – যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ইত্যাদি।

❑ গঠনবাদ (Constructivism)

Nicholus Onuf ১৯৮০ এর দশকে Constructivism বা গঠনবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে সামাজিক গঠন (Social Construct) এর ওপর জোর দেন। গঠনবাদীরা বাস্তববাদীদের নৈরাজ্যময় বিশ্বসমাজের (Anarchical Society) ধারণাটি মেনে নেন। কিন্তু এই ধারণার বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী অবস্থান নেন। বাস্তববাদ যেখানে স্বার্থের সংঘাত ও অনিবার্য সংঘর্ষের সমাধানে পৌঁছে যায়, গঠনবাদীরা একই প্রেক্ষাপটে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। গঠনবাদের সবচেয়ে আলোচিত গবেষক Alexander Wendt এই নৈরাজ্যের প্রসঙ্গে বলেন,

"Anarchy is what states make of it."

বাস্তববাদীরা যেখানে আধুনিক মানব সমাজের বস্তুবাদী প্রবণতার ওপর জোর দিয়েছেন সেখানে গঠনবাদীদের ভাবনায় বারবার উঠে এসেছে সামষ্টিক কল্পজগৎ এর কথা। বস্তুর চেয়ে ভাবনা বড়, এটাই গঠনবাদী বক্তব্যের সারমর্ম।

➢ গঠনবাদী বিশ্বাস

১. কর্মকদের আত্মপরিচয় জাতীয় স্বার্থের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে।

২. সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান; এইসব বিমূর্ত চলক থেকে আত্মপরিচয় উৎসারিত।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রে অভিজাত কিছু মানুষ (জন্মসূত্রে, চিন্তায়, সম্পদে, কর্মে ও কৃতিত্বে) মূল কর্মক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৪. যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদান থেকে আত্মপরিচয় বদলানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

❑ বহুত্ববাদ (Pluralism)

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে বাস্তববাদের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই তাত্ত্বিক আন্দোলনের সূচনা হয়। বহুত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক জোসেফ নাই, রবার্ট কোহেন, ডেভিড মিত্রানি প্রমুখ। বহুত্ববাদীদের মতানুসারে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির একমাত্র কারক (Actor) রাষ্ট্র নয়। আন্তর্জাতিক সমাজে বহু অরাষ্ট্রীয় কারক (Non-State Actor) আছে যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ, সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বিকশিত হয় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। এই সমস্ত সংগঠন মানবসমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। এগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নয়। এদের শক্তির ভিত্তি হলো মানুষের স্বাভাবিক আনুগত্য। এদের শক্তি রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজের অন্যান্য সংগঠনসমূহও রাষ্ট্রের মতোই স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের মতো এরাও সার্বভৌম এবং এদের কার্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। রাষ্ট্র এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে রাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু আনুগত্যের জন্য অন্যান্য সামাজিক সংগঠনেরও দাবি আছে। বহুত্ববাদও চারটি পূর্বানুমানের (Assumptions) উপর নির্ভরশীল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহও গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা।

২. রাষ্ট্রই একমাত্র ঐকিক কর্ম নয়।

৩. রাষ্ট্র সংযত যৌক্তিক কর্মক (Bounded Rational) ।

৪. আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচি অনেক বেশি বিস্তৃত।

❑ বিশ্ববাদ (Globalism)

বিশ্ববাদে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে থাকে। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং এগুলোর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের পন্থা নিরূপণ করা। অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বিশ্ববাদের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয়।

২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বিশ্ববাদের চারটি মৌলিক দিক চিহ্নিত করেছেন। যথা-

১. বিশ্বব্যাপী আন্তঃবাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন।

২. বৈশ্বিক পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ।

৩. অভিগমন ও শ্রমের অবাধ বিচরণ।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতি ও প্রসারতা।

❑ ভারসাম্য তত্ত্ব (Balance Theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন জর্জ লিস্কা (George Liska) । ভারসাম্য রক্ষার তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এগুলোর যে কোনো অবস্থার পরিবর্তন হলে বা প্রতিক্রিয়া হলে উপাদানগুলি আপনা আপনি একটা ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। এখানে কতগুলি শর্তের কথা বলা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি আসে; আবার যার ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। এই সমস্ত শর্তের প্রয়োগ এমনভাবে করা হয় যাতে কোনো দেশই শক্তিশালী হয়ে ভারসাম্য নষ্ট করতে না পারে। লিস্কা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য নির্ভর করে এর সদস্যদের দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের উপর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য নির্ভর করে রাষ্ট্রগুলির মনোভাব, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর। আবার বিশ্বশান্তি, প্রগতি এগুলো ভারসাম্যের উপাদান হিসাবেও কাজ করতে পারে।

❑ ক্রীড়াতত্ত্ব (Game Theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো Game Theory। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক সময় একটা গেম এর সাথে তুলনা করে একটি গাণিতিক মডেল (Model) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। ১৯২১ সালে ফরাসি গণিতবিদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম গেম থিওরির একটি মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে জন ভন নিউম্যান এই থিওরির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী John Nash তার 'নন কো-অপারেটিভ গেম' গবেষণার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গেম থিওরির মূল বক্তব্য হলো, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে প্রাপ্ত অনেকগুলো ফলাফল হতে এমন একটি ফলাফল পছন্দ করা যাতে কেউই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উভয়ই সর্বোচ্চ লাভবান হয়।

রবার্ট জে লিবারের মতে "আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরকষাকষি এবং দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশ্লেষণই ক্রীড়াতত্ত্ব।"

ক্রীড়াতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে সচেষ্ট হওয়া।

অর্থাৎ ক্ষতির শিকার না হয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করাই ক্রীড়াতত্ত্বের সফলতা। ক্রীড়াতত্ত্বকে দুটি মডেলের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমটি হলো – চিকেন মডেল এবং অপরটি হলো প্রিজনার্স ডিলেমা মডেল।

➢ চিকেন মডেল

ধরা যাক, একটি সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে A ও B দুটি গাড়ি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে অতিক্রম করছে। সেক্ষেত্রে গাড়ি দুটি অতিক্রমের জন্য পরস্পরকে জায়গা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এখানে ৪টি ফলাফল দেখা যেতে পারে –

ক. A গাড়ি জায়গা দিবে, B দিবে না।

খ. B গাড়ি জায়গা দিবে, A দিবে না।

গ. A ও B পরস্পরকে জায়গা দিয়ে অতিক্রম করবে।

ঘ. A ও B পরস্পরকে জায়গা না দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

		Driver B	
		Swerve	Straight
Driver A	Swerve	Win, Win (গ)	Lose, Win (ক)
	Straight	Win, Lose (খ)	Crash, Crash (ঘ)

চিকেন মডেল

মূল্যায়ন : ‘ক’ নং ফলাফলে A গাড়ি এবং ‘খ’ নং ফলাফলে B গাড়ি জায়গা দিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে (চিকেন হয়েছে) এবং ‘ঘ’ নং ফলাফলে উভয়েই জায়গা না দিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে (চিকেন হয়েছে)। কিন্তু ‘গ’ নং ফলাফলে কেউ ক্ষতির শিকার না হয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পেরেছে। অর্থাৎ ‘গ’ নং ফলাফলই ক্রীড়াতত্ত্বের যথার্থতা।

➢ 'প্রিজনার্স ডিলেমা' মডেল

গণিতবিদ Albert W. Tucker কর্তৃক নামকরণ করা গেম থিওরি বিষয়টির একটি বাস্তব মডেল হলো "দ্য প্রিজনার'স ডিলেমা" বা 'কারাবন্দিদের উভয়সংকট'। এই মডেলে কল্পনা করা হয়, একটি অপরাধচক্রের দুইজন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের এমন ভাবে রাখা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে কোনো প্রকার যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়। এখন তারা যদি দুইজনই একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে স্বীকারোক্তি দেয়, তাহলে দুইজনেরই ২ বছর করে কারাদণ্ড হবে। কিন্তু যদি একজন নীরব থাকে এবং অন্যজন তাকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারে তাহলে নীরব ব্যক্তির ৩ বছরের জেল হবে আর অপর ব্যক্তি জামিন পেয়ে যাবে। আর যদি দুইজনই নীরব থাকে তাহলে দুইজনেরই এক বছর করে জেল হবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যদি দুইজনই নীরব থাকে তাহলে দুইজনই সর্বনিম্ন পরিমাণ সাজা পাবে। আর যদি একজন বা দুইজনই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে যেকোনো একজন বা উভয়ই তুলনামূলক বেশি শাস্তি পাবে।

❑ ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ

ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে ১৯৬২ সালে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময়। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি দেয় যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র না সরায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় পরামাণু হামলা চালাবে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ দিনের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র না সরাত তাহলে পৃথিবী একটি ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ দেখতে পেত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেয় আর যুক্তরাষ্ট্রও আক্রমণ থেকে ফিরে যায়। অর্থাৎ কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সমাধানে ক্রীড়াতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। এটিকে Win Win Game বা Non Zero sum Game বলে অভিহিত করা হয়।

❑ সংঘর্ষ তত্ত্ব (Conflict Theory)

সংঘর্ষ তত্ত্ব (Conflict Theory) সর্বপ্রথম বিকশিত হয় কার্ল মার্কসের হাত ধরে। কার্ল মার্কস বলেন, 'সীমিত সম্পদের প্রতিযোগিতার জন্য সমাজে চিরস্থায়ী সংঘর্ষ অবস্থান করে। সংঘর্ষ তত্ত্ব মনে করে যে সামাজিক শৃঙ্খলা সম্মতি ও সামঞ্জস্যের পরিবর্তে আধিপত্য এবং ক্ষমতা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।'

চার্লস রাইট মিলসকে আধুনিক সংঘর্ষ তত্ত্বের জনক বলা হয়। তাঁর মতে, যেকোনো সমাজ কাঠামো গঠিত হয় স্বার্থ ও সম্পদের পার্থক্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষের মাধ্যমেই।

সংঘর্ষ তত্ত্বের আরেক দিকপাল হলেন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস এর অধ্যাপক জিন শার্প, তিনি মূলত অহিংস বা Nonviolence সংঘর্ষের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোনো বিশেষ বা অলৌকিক ক্ষমতা নয়। কোনো শাসককে তার অধিনস্তরা শাসক হিসেবে মানে কিনা তার উপরই তার ক্ষমতা নির্ভর করে। তাঁর তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিগত কয়েক দশকে পৃথিবীতে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে মিশরে হোসনী মোবারকের বিরুদ্ধে, তিউনিশিয়ায় তরুণদের আন্দোলন, পূর্ব ইউরোপের ইউক্রেন, জর্জিয়া, লেবানন, কিরগিজস্তানসহ বেশ কিছু দেশে শান্তিপূর্ণ নাগরিক আন্দোলনে শার্পের অহিংস সংগ্রাম তত্ত্ব অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।
সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুসারে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন – সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, উদ্দেশ্যগত দ্বন্দ্ব, প্রক্রিয়াগত দ্বন্দ্ব, মর্যাদার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, সংঘর্ষ তত্ত্ব সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যের উপর আধিপত্য অর্জনের জন্য চলমান দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। পদ্ধতিটি সমাজকে দুটি দলে বিভক্ত করে। নিপীড়ক/ধনী এবং নিপীড়িত/দরিদ্র। সম্পদের স্বল্পতার কারণে এসব গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায়। আর এ উত্তেজনার ফলেই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। বর্তমান সময়ে সংঘর্ষ তত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ হলো – রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। যেখানে কেউ কাউকে ছাড় না দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

❑ সংহতি তত্ত্ব (Integration Theory)

আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অন্যতম প্রভাবশালী তত্ত্ব হলো সংহতি তত্ত্ব বা Integration Theory । মূলত বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যকার সন্দেহ, বিরোধ, সংঘর্ষ ইত্যাদির বিপরীতে গিয়ে পদ্ধতিগত ভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রশমনের তত্ত্বই হলো সংহতি তত্ত্ব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় সংহতি তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবর্তক কার্ল ডয়েন্স। তিনি জাতিসমূহের মধ্যে সংহতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুই ধরনের নিরাপত্তা সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন।

১. **বহুত্ববাদী নিরাপত্তা সম্প্রদায়-** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করে।

২. **মিশ্রিত নিরাপত্তা সম্প্রদায়-** দুই বা ততোধিক আলাদা ভূখণ্ডের সম্মিলনে একক রাষ্ট্র গঠন করে। যেমন- ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে যুক্তরাজ্যের গঠন।

সংহতি তত্ত্বের আরেকজন প্রধান তাত্ত্বিক আর্নেস্ট হ্যাস তাঁর তত্ত্বীয় কাঠামোতে দেখিয়েছেন যে, সংহতি অর্জনের দিকে কোনো দেশে এগিয়ে যাবে না বিরোধিতা করবে তা নির্ভর করে লাভ অর্জন বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনার উপর।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের প্রয়োজনেই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যকার বিভেদ কমিয়ে এনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হয় যতক্ষণ নিজেদের স্বার্থ সমুন্নত থাকে। এটিই সংহতি তত্ত্বের মূলকথা।

❑ সিস্টেম তত্ত্ব (System Theory)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সিস্টেম তত্ত্ব একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যত ঘটনা ঘটে, তা আসলে এলোপাতাড়ি ঘটনা নয় বরং একটি সুশৃঙ্খল জটিল ব্যবস্থা বা সিস্টেম অনুসরণ করেই ঘটে-এটাই এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্র মূলত তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আচরণ করলেও আন্তর্জাতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আচরণে অনেক প্রভাব ফেলে। সিস্টেম তত্ত্বের উন্নয়নে যে কয়জন পণ্ডিত বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে মরটন কাপলান অন্যতম।

কাপলান মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কয়েকটি বিকল্প মডেল প্রণয়নের কারণে। তিনি আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ৬টি মডেল প্রদান করেছেন। এগুলো হলো:

শক্তিসাম্য মডেল (The balance of power system.)

শিথিল দ্বিমেরু মডেল (The loose bipolar system)

কঠিন দ্বিমেরু মডেল (The Tight bipolar system)

বিশ্বজনীন মডেল (The Universal system)

(v) প্রধানশক্তি সম্বলিত মডেল (The Hierarchical International system.)

(vi) একক ভেটো মডেল (The unit veto system)

কাপলান দাবি করেছেন যে, তিনি তাঁর মডেলগুলো আন্তর্জাতিক সিস্টেম সমূহে কীভাবে রূপান্তর ঘটে তা বুঝার জন্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মিত মডেল সমূহ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলোর বাস্তব উদাহরণের সাথে খুব ভালোভাবে মিলে যায়। শক্তিসাম্য মডেল যেমন বৃহৎ শক্তিসমূহের শক্তি সঞ্চয় করে কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে না যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে আবার শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা NATO এবং Warsaw Pact এর মতো ব্লকগুলোর বিভিন্ন বিধি ও চলক বর্ণনা করে।

☐ গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (Democratic Peace Theory)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কীভাবে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে তার উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৭৯৫ সালে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তার "Perpetual Peace: A philosophical sketch" গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রবর্তন করেন।

Democratic Peace তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো "Democracies almost never fight each other" অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ায় না। Democracy + Democracy = Peace (or no war)। ইমানুয়েল কান্টের মতে, "বেশির ভাগ রাষ্ট্রই যুদ্ধে জড়াবে না যদি সেগুলো গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হয়। কারণ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চার মাধ্যমে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে।"

- Democratic Peace theory কে কেন্দ্র করে মূলত ৩টি তত্ত্ব রয়েছে। যথা-

গণতান্ত্রিক শান্তিতত্ত্ব

- মোনাডিক তত্ত্ব
- ডায়াডিক তত্ত্ব
- সিস্টেমিক তত্ত্ব

Democratic

(i) **মোনাডিক (Monadic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিক শান্তিপূর্ণ এবং খুব সহজে অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। যেমন- সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি।

(ii) **ডায়াডিক (Dyadic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সাথে যুদ্ধে না জড়ালেও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। যেমন – যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি।

(ii) **সিস্টেমিক (Systemic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত বেশি শান্তিপূর্ণ হতে থাকবে। যেমন – যুক্তরাষ্ট্র।

❑ **সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (Clash of Civilization Theory)**

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন **১৯৯৩** সালে The Clash of Civilization থিসিসটি লিখেন। তাঁর থিসিসের পুরো নাম ছিল The Clash of Civilization: The Next Pattern of Conflict.

1991

Samuel P. Huntington

1993 → প্রকাশ

Clash of the Civilization

বই প্রকাশ

স্নায়ুযুদ্ধ

New world order → এক মেরু বিশ্ব

1990 → সোভিয়েত পতন

SCO 2001

BRI 2013

ADB → AIIB

i) Western → USA 2009

ii) China

iii) Islamic

Trade war 2018

❑ হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত মতবাদ

তাঁর থিসিসের মূল কথা ছিল, ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এর ভিত্তিতে যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তাঁর এ মতবাদের মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলাম, চীন এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বেই একুশ শতকের রাজনীতি নির্ধারিত হবে। যেসব সভ্যতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো:

১. **পশ্চিমা সভ্যতা:** ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।

২. **চীন এবং কনফুসিয়াস সভ্যতা:** তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বাদে চীন অর্থাৎ কনফুসীয় সভ্যতা।

৩. **জাপানিজ বা বৌদ্ধ সভ্যতা:** তিব্বত, মিয়ানমার, জাপান ও মঙ্গোলিয়া।

৪. ইসলামি সভ্যতা: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচটি দেশ- (কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান), পাকিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

৫. হিন্দু সভ্যতা: ভারত (কাশ্মীর বাদে)।

৬. স্লাভিক অর্থোডক্স সভ্যতা: অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিস, রোম ও রাশিয়া।

৭. লাতিন আমেরিকার সভ্যতা: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা।

৮. আফ্রিকান সভ্যতা: উত্তরের আরব অংশ বাদে বাকি আফ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ আফ্রিকা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল

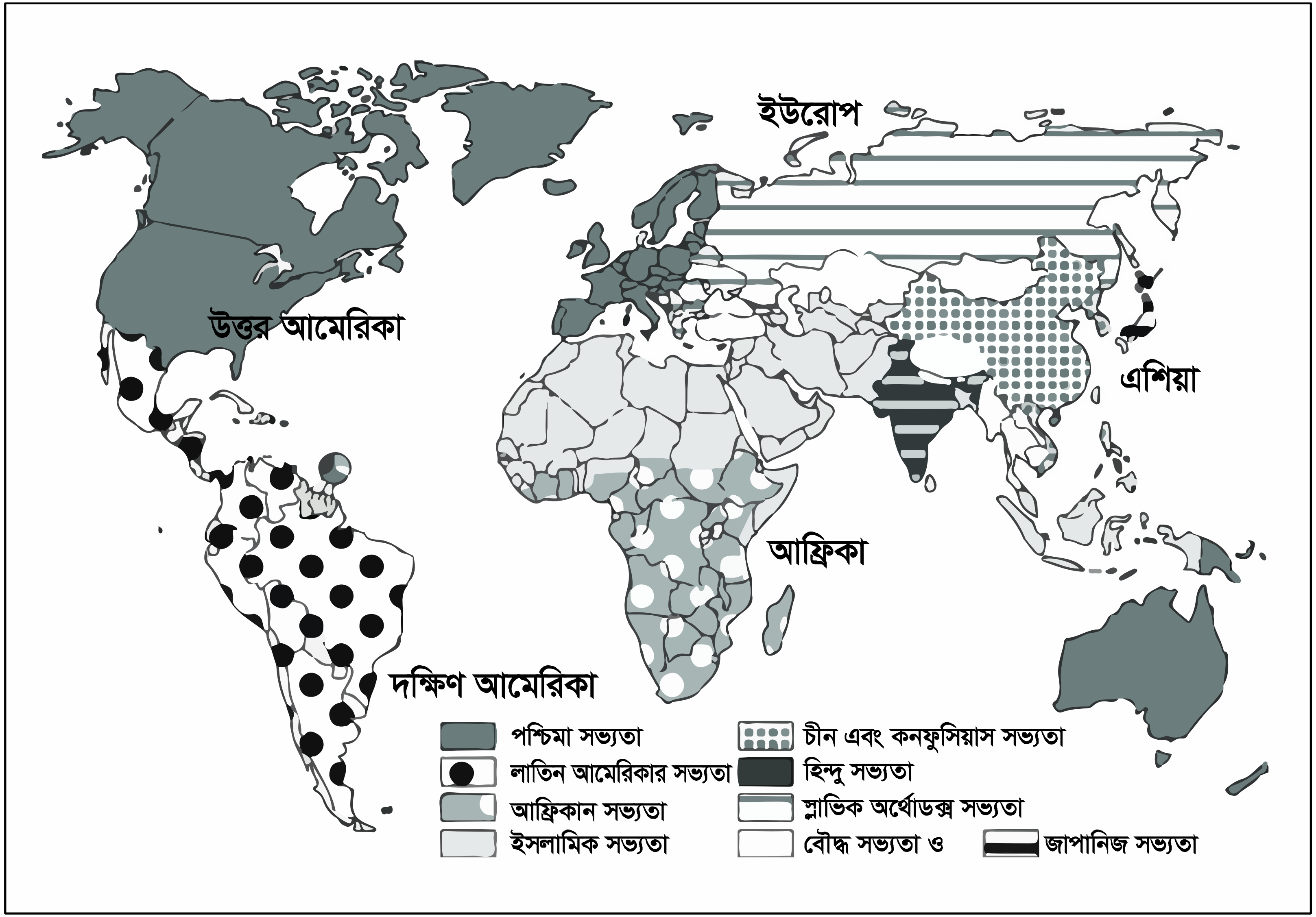

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল

অধ্যাপক হান্টিংটন মনে করেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে উল্লিখিত ৮টি সভ্যতার ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে সভ্যতার এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হান্টিংটন অর্থনৈতিক জোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেন, “Economic regionalism may succeed when it is rooted in a common civilization” অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে যদি সাংস্কৃতিক বন্ধনটা অটুট থাকে। এই সভ্যতার শ্রেণিবিভাজনের মধ্যে তিনটিকে তিনি বিশেষভাবে শনাক্ত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর মতে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই তিনটি হচ্ছে :

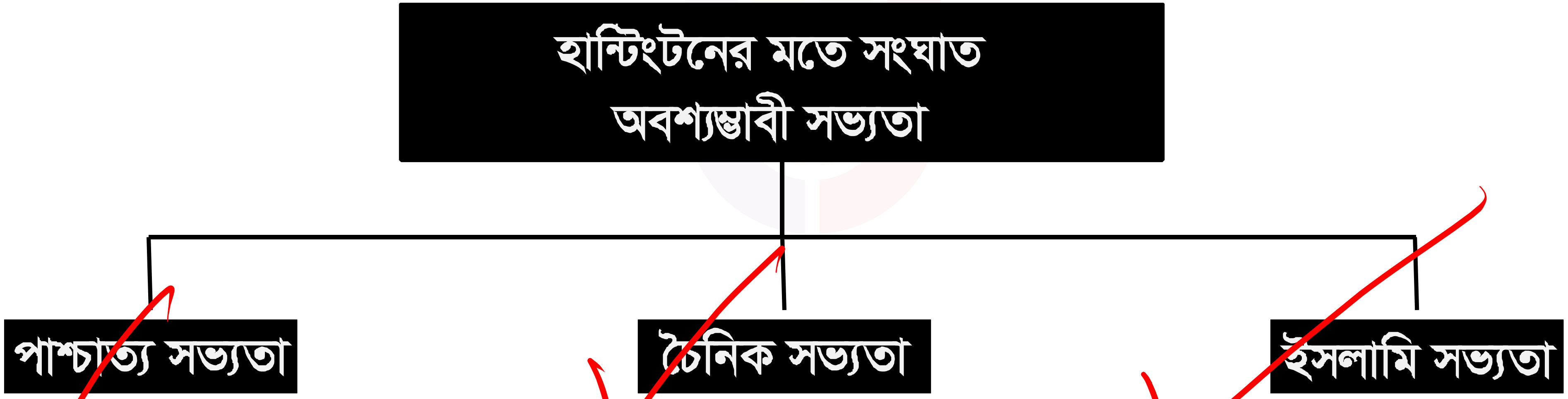

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল

ক. পাশ্চাত্য: অর্থাৎ ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতি, যা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ, খ্রিষ্টান ধর্মের সংস্কার সাধন ও সামাজিক কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত।

খ. চৈনিক সভ্যতা: আধুনিক পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী এই পাশ্চাত্য পক্ষের বিপরীত বা বিপক্ষে রয়েছে অন্য দুটি পক্ষ। এদের একটি কনফুসীয় সংস্কৃতি, যা চীনা ভাষাভাষী অঞ্চলে এখনো চালু আছে।

গ. ইসলামি সভ্যতা: পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় এবং প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাতই তার নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

বিশ্বায়ন

সমাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নকে নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা যায়। এটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ নয় এবং একটি বিতর্কিত ধারণাও বটে। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বায়ন মূলত বাজার এবং অর্থনীতির সাথে জড়িত। এটি এমন এক বিশ্বের ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা বা জাতীয় সীমারেখার কোনো ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ The world is open and free for all ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। যাই হোক, বিশ্বায়ন সম্পর্কে কয়েকজন তাত্ত্বিকের মত ও সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

- **S. Judge Pramjit Ga এর মতে,** "Globalization is the domination of capital making market."
- **বিশ্বায়নের প্রথম তাত্ত্বিক রবার্টসনের মতে,** "বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।" (The compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as whole.)
- **সমাজ বিজ্ঞানী মার্টিন আলব্রো এবং এলিজাবেথ কিং এর মতে,** "বিশ্বায়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একটি একক বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ।"

বিশ্বায়নের মৌলিক দিক

➤ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বায়নের ৪টি মৌলিক দিক আলোচনা করেছেন। যথা-

- বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার
- বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ সঞ্চালন
- বিশ্বব্যাপী শ্রমের গতিশীলতা
- বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিশ্বায়নের মূল চালিকা শক্তি

- তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ
- মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও অবাধ বাণিজ্য নীতি
- পুঁজি ও বিনিয়োগ সঞ্চালন
- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমতা
- জাতি রাষ্ট্রগুলোর সীমানা উন্মুক্তকরণ
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের
- জ্ঞান বিতরণ
- রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

- তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ
- ঐক্যবদ্ধতা
- কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান
- ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্ভব
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদান বৃদ্ধি
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- বাণিজ্যের প্রসার
- ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ
- মানব সভ্যতার বিকাশ

বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব/ তৃতীয় বিশ্বে/দরিদ্র দেশসমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব

- অসম প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যব্যবস্থা
- ব্যাপক ধনবৈষম্যের সৃষ্টি
- প্রকট ঋণ ও বাণিজ্যসংকট
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা
- আন্তর্জাতিক সাহায্য হ্রাস
- সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ

নয়া বিশ্বব্যবস্থা

স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে। স্নায়ু যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি 'Policy of Isolation' তথা 'Monro Doctrine' থেকে সরে এসে 'Policy of containment' বা 'Trueman Doctrine' গ্রহণ করেন। যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরো ইউরোপ জুড়ে প্রতিহত করা এবং ইউরোপে কম্যুনিস্ট আগ্রাসন প্রতিহত করা। এই জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে 'Marshall plan' এর আওতায় প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। আর সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয় NATO, CENTO আর এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলে WARSHAW Pact. কিন্তু ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। জর্জ ওয়াকার বুশ যার নাম দিয়েছেন New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা।

❑ নয়া বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

• স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।	• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।
• একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।	• সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।
• আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।	• বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পেয়েছে।
• পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে।	

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

- আন্তর্জাতিক সম্পর্কে Anarchical Society ধারণাটি আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বের (Democratic Peace Theory) মূল বক্তব্য কী? [৩৮তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৭তম বিসিএস]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি (Driving forces of Globalization) গুলো কী? [৩৬তম বিসিএস ও ৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী? [৩০ তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন সুযোগ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং অদক্ষদের জন্য আশঙ্কা।"- এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। [২৯তমবিসিএস লিখিত]

- ‘বিশ্বায়ন’ প্রত্যয়টির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

  [২৭তম বিসিএস লিখিত]

- The Clash of civilization এর লেখক কে? “সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত Samuel P. Huntington থিসিসের মূলবক্তব্য উপস্থাপন করুন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে?

  [২৪তম বিসিএস]

- বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ পূর্বক দরিদ্র দেশসমূহের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

  [২৪তম বিসিএস লিখিত]

- টীকা লিখুন: (ক) ক্রীড়াতত্ত্ব

  [২০তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy